দৈনিক ইনকিলাব

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 15 MAR 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

75—82

শিক্ষাঙ্গন

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা

"শিক্ষা ছাড়া জাতি উন্নতি লাভ করতে পারে না।" একটি দেশ তথা একটি জাতির সার্বিক উন্নয়ন ও অগ্রগতি শিক্ষার উপর নির্ভরশীল। এক কথায় 'শিক্ষাই জাতির উন্নতির মানদণ্ড'। শিক্ষা মানুষের জন্মগত নাগরিক অধিকার। কিন্তু শিক্ষাগত যোগ্যতা মানুষ জন্মসূত্রে অর্জন করে না। জন্মগ্রহণ করেই মানুষ শিক্ষিত হয় না। শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করতে হলে প্রাথমিক অবস্থা তথা বাল্যকাল থেকেই নানাবিধ শিক্ষার মাধ্যমে নিজেকে উপযুক্ত করে তুলতে হয় অর্থাৎ বিদ্যাশিক্ষা বা জ্ঞানার্জন দ্বারাই মানুষকে শিক্ষিত হতে হয়। আর প্রাথমিক শিক্ষা হল একটি শিশুর শিক্ষা জীবনের প্রথম ভিত্তি বা সোপান। প্রাথমিক শিক্ষার উপরই প্রতিটি মানুষের জীবন গড়ে উঠে। প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত না হলে মানুষের উচ্চ পর্যায়ের জীবন সুসংগঠিত হয় না। কারণ ব্যক্তিগত, সামাজিক যে কোন উন্নতির জন্য চাই শিক্ষা। মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য প্রয়োজন শিক্ষার। শিক্ষা ব্যতীত বর্তমান সভ্যজগতের সবকিছুই অচল। জীবিকা অর্জন তথা ব্যবসা-বাণিজ্য, কথাবার্তা প্রতিটি কাজেই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ব্যাপক।

নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবস্থা একান্তভাবে শোচনীয় হয়ে পড়েছে।

কাজেই প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণে বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ সমস্যাবলী নিরসন করা আশু প্রয়োজন। পৃথিবীর সভ্যদেশগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে পরিলক্ষিত হয় যে, "যে দেশ যতো উন্নত সে দেশ ততো শিক্ষিত।" অর্থাৎ উন্নয়নমুখী দেশের অগ্রগতির মূলে রয়েছে এই শিক্ষা। উন্নত বিশ্বের ইউরোপের অধিকাংশ দেশেই শতকরা নব্বই থেকে আটানব্বই জন লোক শিক্ষিত। অথচ সর্বশেষ সমীক্ষা অনুযায়ী প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেছে যে, আমাদের দেশে শতকরা মাত্র ২৯.২ জন লোক শিক্ষিত। সুতরাং অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে স্বার্থক অভিযান স্বরূপ সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে না পারলে দেশ ও জাতির উন্নয়নের আশা অবান্তর। ফ্রান্স ও ডেনমার্কে ছয়-সাত থেকে তের-চৌদ্দ বছর পর্যন্ত ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা গ্রহণ বাধ্যতামূলক। প্রাথমিক শিক্ষার যথার্থ সম্প্রারণের লক্ষ্যে আমাদের দেশেও অতিসত্বর তদ্রুপ কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ একান্ত আবশ্যক।

"শিক্ষাই দেশের উন্নতির চাবিকাঠি।" অথচ স্বাধীনতার দেড়যুগকাল অতিবাহিত হওয়ার পরও আমাদের দেশে উল্লেখযোগ্য হারে শিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া অন্যান্য দেশের সাথে তুলনামূলকভাবে নৈতিক শিক্ষা ও জীবনের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ সাধন করা সম্ভব হয়নি।

তাই সরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি দেশের প্রতিটি নাগরিকেরই শিক্ষার ব্যাপক সম্প্রসারণের প্রতি মনোযোগী হওয়া উচিত। সার্বজীবন প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করে দিলে অশিক্ষিত, নিরক্ষর লোকজন শিক্ষিত হয়ে নিজেরাই শিক্ষার প্রকৃত গুরুত্ব, মর্যাদা ও ব্যাপক প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করতে পারবে।

উল্লেখ্য যে, দেশের সর্বত্র শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে সরকারী সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের অধীনে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাছাড়া ইতিমধ্যে "সবার জন্য শিক্ষা" নিশ্চিত করার জন্য প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক করা হয়েছে। শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের নিমিত্তে ছাত্র-শিক্ষক, অভিভাবক এবং সর্বোপরি সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টাতেই সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক বা আবশ্যিক হতে পারে একথা নিশ্চিতভাবে বলা চলে।

— মুহাম্মদ আবদুল মুনিম খান নোমান